The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 41, June 2026, ISSN 1813-0402

যক্ষপ্রিয়ার বিরহ: অপেক্ষা, বেদনা ও ভালোবাসা

[The Separation of the Yaksha's Beloved: Waiting, Pain and Love]

Dr. Mt. Alina Akhtar Polly
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Hosne Ara Arju
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 41, June 2026
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 22 February 2026
Received in revised: 18 August 2026
Accepted: 30 July 2026
Published: 30 September 2026

Keywords: Meghaduta, Kalidasha, Yaksha, Cloud Messenger, Classical Sanskrit Poetry

ABSTRACT

Meghaduta is a famous lyrical poem by the great Sanskrit poet Kalidasha. It consists of 117 verses, divided into two parts: Purvamegha (63 verses) and Uttaramegha (54 verses). In this poem Yaksha is exlied to Mount Ramagiri for one year by his master Kubera for neglecting his duties. Separated from his beloved wife in Alaka, Overwhelmed by separation from his beloved he suffers intense emotional pain and loneliness. In Purvamegha, the Yaksha requests a passing cloud to act as his messenger and carefully describes the rout it should follow, presenting beautiful images of nature. In Uttaramegha, he imagines the condition of his beloved and sends his message of love through the cloud. The Yaksha's beloved spends her days in sorrow, her body is weak and her mind filled with memories. She has no interest in ornaments or joy, and her nights pass in tears and sleepless longing. Her life becomes a symble of faithful love and painful separation. The poem beautifully expreses the emotional depth of love, seperation, hope and enduring devotion.

১. ভূমিকা

প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের গভীর সম্পর্ক সংস্কৃত কাব্যধারার এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। মানুষের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এসব অনুভূতি প্রায় প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে। আকাশে ভেসে চলা মেঘমালা, বর্ষার স্নিগ্ধতা কিংবা নিস্তব্ধ প্রকৃতির বিস্তার যেন মানুষের হৃদয়ের গোপন আবেগকে ভাষায় রূপান্তর করে। এই ভাবধারারই এক অনন্য কাব্যিক প্রকাশ দেখা যায় মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূত কাব্যে। এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়; বরং মানুষের হৃদয়ের অনুভূতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। নির্বাসিত যক্ষের অন্তরের বিরহবেদনা, প্রিয়ার প্রতি তার গভীর প্রেম এবং পুনর্মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সমগ্র কাব্যজুড়ে এক করুণ অথচ মধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মেঘদূত কাব্যে প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের এই মিশ্রণ এমন একটি কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে মেঘ হয়ে উঠেছে বিরহের বার্তা বহনকারী। মেঘের যাত্রাপথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থান ও অনুভূতির বর্ণনা কাব্যটিতে এক অনবদ্য বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। এই কাব্যকৃতিতে ব্যক্তিগত প্রেম-বেদনা ছাড়িয়ে প্রকৃতি, মানবতা ও প্রাণীমাত্রের প্রতি এক গভীর সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। যক্ষের প্রতীক্ষা, বেদনা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কবি মূলত মানবমনের চিরন্তন প্রেমানুভূতি এবং বিরহের সর্বজনীন রূপকে তুলে ধরেছেন। ফলে কাব্যটিতে প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি ও কল্পনার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কালিদাসের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা মেঘদূতকে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, যা যুগে যুগে পাঠকের হৃদয়ে প্রেম ও বিরহের গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি মেঘদূত কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাববৈশিষ্ট্য, প্রেম, বিরহ ও প্রকৃতিচিত্র বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণার মাধ্যমে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ-বেদনা, প্রিয়তমার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা এবং মেঘের মাধ্যমে প্রেমবার্তা প্রেরণের বিষয়টি তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানবমনের আবেগ, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা এবং পুনর্মিলনের আশাকে বিশ্লেষণ করা হবে। যক্ষ ও যক্ষপত্নীর প্রেমের মধ্য দিয়ে চিরন্তন ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও আত্মিক বন্ধনের পরিচয় পাওয়াই এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত-এর সাহিত্যিক গুরুত্ব ও কাব্যসৌন্দর্য অনুধাবন করাই এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। গবেষণার প্রধান উপাদান হিসেবে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি কাব্যটির বিভিন্ন শ্লোক, বিষয়বস্তু, প্রেম-বিরহের অনুভূতি এবং প্রকৃতিচিত্র বিশ্লেষণ করা হবে। এ ছাড়া প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক আলোচনার সাহায্য নেওয়া হবে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কাব্যটির সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করা হবে।

৪. গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

১. মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ও কাহিনির তাৎপর্য কী?

২. মেঘদূত কাব্যে যক্ষের বিরহ-বেদনা ও প্রিয়তমার প্রতি গভীর ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

৩. পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অংশের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে?

৪. মেঘদূত কাব্যে প্রকৃতিচিত্রের মাধ্যমে কবি কীভাবে মানবমনের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন?

৫. মেঘদূত কাব্যে প্রেম, বিরহ, আশা ও চিরন্তন ভালোবাসার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার সাহিত্যিক গুরুত্ব কতখানি?

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত সংস্কৃত সাহিত্যের এক অনন্য গীতিকাব্য। এই কাব্যে কবি প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি ও মানবমনের গভীর অনুভূতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, মেঘদূত কেবল বিরহের কাব্য নয়, এটি প্রকৃতি ও মানবিক আবেগের এক অপূর্ব সমন্বয়। কাব্যের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অংশে যক্ষের প্রেম, বেদনা, আশা ও প্রিয়তমার প্রতি একনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। এর ভাষার মাধুর্য, উপমা, অলংকার ও প্রকৃতিচিত্র কাব্যটিকে বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। এছাড়া কাব্যটিতে বিরহী হৃদয়ের মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি এবং স্মৃতি ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গের মাধ্যমে কবি যক্ষের অন্তর্গত আবেগকে যে নান্দনিক রূপ দিয়েছেন, তা কাব্যটির শিল্পসৌন্দর্যকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ফলে মেঘদূত প্রেম, বিরহ ও প্রকৃতিনির্ভর কাব্যসাহিত্যের একটি কালজয়ী নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

৬. মেঘদূত কাব্যে বিরহ-বেদনা, প্রেম ও প্রিয়ার প্রতি যক্ষের আকুলতা

দীর্ঘ বিচ্ছেদের দহন হৃদয়ে নিয়ে নায়ক যক্ষ যখন বর্ষার দিনে আকাশে ভেসে চলা মেঘমালাকে দেখে, হৃদয়ে জেগে ওঠে এক নতুন প্রত্যাশা। সে ভাবতে থাকে এই মেঘই হয়তো তার হৃদয়ের বার্তা বহন করে অলকায় অবস্থানরত তার প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই সে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করে এবং প্রিয়ার উদ্দেশ্যে তার প্রেম, স্মৃতি ও আকুলতার বাণী প্রত্যার্পণ করতে চায়। এইভাবেই '*মেঘদূত*' কাব্যে প্রেম, বিরহ, স্মৃতি ও প্রতীক্ষার সমন্বয়ে এক গভীর আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মিলনের মধুর স্মৃতি ও বিচ্ছেদের বেদনা এখানে একত্রে মিশে এমন এক করুণ-সুরম্য কাব্যধারা গড়ে উঠেছে, যা পাঠকের হৃদয়কে অনায়াসেই স্পর্শ করে।

৬.১ মেঘদূত কাব্যে বিরহকাতর যক্ষপ্রিয়ার মানসিক যন্ত্রণা, অনিদ্রা ও শারীরিক শীর্ণতার মর্মস্পর্শী চিত্রণ

মেঘদূত কাব্যে রয়েছে দুটি হৃদয়ের বিচ্ছেদ বেদনার আর্তি, রয়েছে অনন্তকালের করুণ সুর, সেই সুরেই এই *মেঘদূত* গীতিকাব্যের ব্যপ্তি। দীর্ঘ বিচ্ছেদ, একা একা প্রথম বর্ষাগমে দিনে প্রিয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে যক্ষ। প্রণয়ের অতৃপ্তি যক্ষের প্রেম আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছে। প্রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে প্রিয়া এখন তার কাছে প্রতিমাতুল্য। প্রিয়ার রূপ তার কাছে আরও অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। মেঘকে সে প্রিয়ার কাছে দূত হিসেবে পাঠাতে চায়। তাই সে মেঘের কাছে প্রিয়ার সে অতুলনীয় রূপের বর্ণনা করে চলেছে। রাত্রি নেমে এলে যখন চারদিক স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন প্রিয়ার দুঃখ যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। শয্যার এক প্রান্তে নিঃসঙ্গভাবে শুয়ে সে অতীতের মিলনস্মৃতি স্মরণ করে। প্রিয়তমের স্নেহস্পর্শ, মধুর বাক্য, হাস্যময় মুখ সবকিছু তার মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু সেই সকল স্মৃতি তার বেদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। চোখে নিদ্রা নেই; অশ্রুতে ভিজে ওঠে বালিশ। একেকটি দীর্ঘ রজনী তার কাছে যেন অনন্তকালের সমান। প্রতিটি প্রহর ভারী হয়ে ঝরে পড়ে তার হৃদয়ের উপর। মাঝে মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস সেই দীর্ঘশ্বাস যেন নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে এক নীরব আর্তনাদ। এই অন্তরের অসহনীয় যন্ত্রণা ধীরে ধীরে তার দেহেও প্রভাব ফেলেছে। যে দেহ একদিন ছিল অপূর্ব সুন্দর ও লাবণ্যে ভরপুর, আজ তা কৃশ ও অবসন্ন। গাত্রবর্ণ ম্লান, মুখমণ্ডল কান্তিহীন। আহার-নিদ্রাহীনতার ছাপ তার সর্বাঙ্গে স্পষ্ট। বিরহের অগ্নিশিখা যেন তার সুকোমল অঙ্গে সমস্ত স্নিগ্ধতা শুষে নিয়েছে। চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া, অধরে নিঃশেষ হাসি সব মিলিয়ে সে আজ বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। তার দেহের এই শীর্ণতা কেবল শারীরিক নয়; এটি তার মানসিক অবস্থার দৃশ্যমান রূপ। হৃদয়ের গভীরে যে বিরহানল জ্বলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ এই কান্তিহীন মুখশ্রী, এই অবসন্ন বপু। প্রেমের গভীরতাই তাকে এমনভাবে জর্জরিত

করেছে। কারণ যার প্রেম যত গভীর, তার বিরহও তত তীব্র। বিরহ কোনো ক্ষণিক আবেগ নয়; তা সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যক্ষপ্রিয়ার অনিদ্রা, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস যেমন তার হৃদয়ের আর্তনাদ প্রকাশ করে, তেমনি তার কৃশদেহ ও ম্লান রূপ সেই আর্তনাদের দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। অন্তর ও বাহির উভয় দিকেই সে বিরহের বেদনায় আচ্ছন্ন।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥[১]

'মানসিক ব্যথায় ক্ষীণা বিরহশয়নে শরীরের এক পাশের উপর শায়িতা, পূর্বদিকে কলামাত্র অবশিষ্ট চন্দ্রের মূর্তির ন্যায় তাকে তুমি দেখবে। সে আমার সঙ্গে ইচ্ছানুরূপ সঙ্গমে যে রাত্রি মুহূর্তের মতো যাপন করেছে, বিরহে দীর্ঘ সেই রাত্রিকে সে উষ্ণ চোখের জল ফেলে অতিবাহিত করে।'

৬.২ মেঘদূত কাব্যে যক্ষপ্রিয়ার অপরূপ রূপসৌন্দর্য ও শারীরিক গঠনের নান্দনিক বর্ণনা

দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে মেঘের দেখা মিলবে সেই ব্যথিত যক্ষপ্রিয়ার সাথে। মেঘ শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে প্রিয়াকে দেখবে। বিস্তৃতবপু নিয়ে মেঘ জানালার পাশে দাঁড়াতে পারবে না, তাই তার কৃষ্ণকান্তিরূপ ছোট করে হাতীর শাবকের ন্যায় ছোট পাহাড়ের নিচে নেমে মেঘের বিদ্যুৎদীপ্তি জানালার ভেতর প্রবেশ করে প্রিয়াকে দেখবে। হঠাৎ তীব্র আলো ফেলে প্রিয়াকে চমকে দেয়া যাবে না। জোনাকির ন্যায় ক্ষীণ আলো দিয়ে প্রিয়াকে দেখবে সে। উন্মুক্ত বাতায়নে জোনাকির ন্যায় ক্ষীণ আলোয় মেঘ যাকে দেখবে সেই যক্ষবধু। সে তন্বী, কৃশা নয়, স্থূলাও নয়-একেবারে নিখুঁত গঠন তার শরীরের। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ তার। হলুদ রঙে একটু কালো রঙ মেশালেই যেমন গোলাপী হয়ে ওঠে তেমন রং তার, পাকা ডালিমের বীজের ন্যায় সে মানিক যার নাম শিখর সেই শিখরের ন্যায় সে দন্তশোভিতা। নিম্ন ওষ্ঠে সুপক্ক বিম্বফলের মতো; রক্ত অধর আর্দ্র। উর্ধ্বে পীনোন্নত পয়োধর, মধ্যভাগের অংশ ক্ষীণ, আর নিম্নে স্থূল নিতম্ব। মহাকবি কালিদাসের ভাষায়,

"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥"[২]

'তন্বী (নাতিকৃশা এবং নাতিস্থূলা) শ্যামা, শিখরদশনা, পক্ব বিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণ মধ্যা, স্ত্রস্ত হরিণীর মতো চঞ্চল নয়না, গভীর নাভিবিশিষ্টা, নিতম্বভারে ধীরগতি, স্তনভারে ঈষৎ অবনমিতা- এইরূপ যে রমণী যুবতিদের মধ্যে বিধাতার প্রথম সৃষ্টির ন্যায় সেই গৃহের ভিতরে অবস্থান করছে।'

উন্মুক্ত গবাক্ষপথে জোনাকির মালার মতো আলোক দিয়ে মেঘ দেখবে বিরহি যক্ষপ্রিয়াকে। সে তার স্বামীর নির্বাসন সমাপ্তের প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রকৃত সুন্দরীর ন্যায় নিখুঁত তার অবয়ব। আয়তনয়না ভীতা হরিনীর ন্যায় দৃষ্টি। সুগভীর নাভী, স্থূল নিতম্বের কারণে তার চলার গতি ধীর। বিধাতা নারী সৃষ্টির প্রাক্কালে যে রূপের পরিকল্পনা করেছিলেন সে যেন সেই অপরূপা নারী।[৩] বহু যত্নে, সাবধানে যেন প্রিয়ার কাঙ্খিত রূপ অঙ্কিত হয়েছে। কবি যক্ষপ্রিয়ার রূপ বর্ণনায় কোনো কিছুর অতিরঞ্জিত করেন নি, তাকে প্রকৃতির দৃশ্যের সাথে তুলনা করা সহজ হয়ে যায়। যাতে তাকে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ করে তোলা যায়। প্রতিটি বর্ণনায় রয়েছে পরিমিত মাত্রাজ্ঞান। অতিরিক্ত কোনো বর্ণনার আশ্রয় কবি নেননি। সে বর্ণনা পরিমিত হলেও নিখুঁত।

৬.৩ মেঘদূত কাব্যে যক্ষপ্রিয়ার বিরহজনিত মানসিক বিষাদ, অশ্রুসিক্ত বীণাবাদন ও ম্লান রূপের করুণ চিত্রণ

দীর্ঘ বিচ্ছেদে প্রিয়তমার রূপ কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। শরতের পদ্ম শিশির আচ্ছাদিত হলে যেরূপ হয় তার রূপ এখন সেরূপ দলিত ম্রিয়মান। একদা যক্ষ ছিল তার নিত্যসহচর, কিন্তু এখন ঠিক দিবাসন্নিহিত চক্রবাকদম্পতীর ন্যায় তারা যেনো রজনীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিয়োগ বেদনায় দুঃসহ সময় অতিবাহিত করছে। সে যক্ষের দ্বিতীয় জীবন, যক্ষকে হারিয়ে সে আজ ক্ষীণপ্রাণ, মিতভাষিণী। ব্যথিত আজ নীরব হয়ে গেছে সে।[৪] মেঘ, তুমি যখন অলকার প্রাসাদে গিয়ে আমার প্রিয়াকে দেখবে, তখন হয়তো মলিনবসনা তাকে বীণা হাতে বসে থাকতে দেখবে। বিরহের দুঃসহ সময় কাটানোর জন্য সে সঙ্গীতকেই আশ্রয় করেছে। সে তার কোলের উপর বীণাটি স্থাপন করে, নিজ গোত্রের নামাঙ্কিত কোনো মধুর পদ গাওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো আমার নাম উচ্চারণ করেই সে সুর গাইতে চায়, যেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রিয়সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। কিন্তু বিরহবেদনায় তার হৃদয় এতটাই আলোড়িত যে সে সুরও ঠিকভাবে গাইতে পারে না। বীণার তারে আঙুল রাখতেই তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নয়ন থেকে ঝরে পড়া অশ্রুবিন্দু কোলে থাকা বীণার তারকে সিক্ত করে দেয়।

ফলে সুর ভেঙে যায়, মূর্ছনা ব্যাহত হয়। সে একবার সুর তোলে, আবার ভুলে যায়; বারবার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ রাগিণী গাইতে পারে না। অশ্রুসিক্ত চোখে, কম্পিত কণ্ঠে, বিহ্বল মনে সে মূর্ছনা আর সম্পূর্ণ করতে পারে না। বিরহ তার স্মৃতিশক্তিকেও আচ্ছন্ন করেছে সে সুর তাল ভুলে যায়। কখনো সুর ঠিকমতো ওঠে না, কখনো কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্ক বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী ॥[৫]

'হে সৌম্য, হয়তো দেখবে, মলিনবসনা কোলের ওপর বীণাটিকে রেখে আমার বংশের গৌরবে চিহ্নিত পদ রচনা করে গান গাইতে গিয়ে অশ্রু জলে সিক্ত বীণার তারগুলিকে কোন রকমে চালনা করে নিজের দেয়া মূর্ছনাও বারবার ভুলে।'

যক্ষের বিরহে তার প্রিয়া সর্বদা রোরুদ্যমান। অবিরল অশ্রু ধারায় তার চোখদুটো ফুলে উঠেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে তার যে মুখমারুত নির্গত হচ্ছে তা অত্যন্ত উষ্ণ, অশিশির। সে উষ্ণতায় তার আরক্তিম স্নিগ্ধ ওষ্ঠ ম্লান, ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে, সে অধর রক্তরাগশূন্য। সে তার করকমলতলে নিহিতাননা, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সে এখন কেশ বিন্যাস ভুলে দিয়েছে, তাই অসংস্কৃত শিথিলকুন্তল এলোমেলো হয়ে তার মুখখানা প্রায় ঢেকে গিয়েছে, সে মুখখানি মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো দীনতা ধারণ করেছে। মেঘে আবৃত অস্পষ্ট চাঁদের ছবি, মেঘ চাঁদের সবটুকু ঢেকে দেয়নি, শিথিল কুন্তলও মুখের সম্পূর্ণটা ঢাকেনি তাই সে মুখ অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত।[৬]

"নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূনেত্রং প্রিয়ায়া
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥"[৭]

'প্রবল রোদনে চোখদুটি ফুলে গেছে, উষ্ণ নিঃশ্বাসের জন্য অধরোষ্ঠ ভিন্ন বর্ণ ধারণ করেছে, চুলগুলি দীর্ঘ বলে ভালোভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না- এইরূপ হস্তে ন্যস্ত প্রিয়ার সেই মুখখানি তোমার (মেঘের) অনুসরণে ম্লানচ্ছবি চন্দ্রের দৈন্যদশা নিশ্চয়ই ধারণ করেছে।'

৬.৪ মেঘদূত কাব্যে বিরহকাতর যক্ষপ্রিয়ার চন্দ্রদর্শন ও যক্ষের কল্পনায় প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যের চিত্রণ

হয়তোবা সে জানালা পথে প্রবিষ্ট চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ দেখে চাঁদের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছে আবার তার ব্যথিত দৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রিয় সান্নিধ্যে যে চাঁদ হয় আনন্দের উদ্দীপন আর বিরহে সে চাঁদই বেদনা জাগায়, বিচ্ছেদে সে সুধাকর অমৃতশীতলতা থেকে দাবানল হয়ে জ্বলে ওঠে। সে চোখ বুজতে চায় কিন্তু পারে না। নয়ন রোমাবলি যেনো চোখকে সম্পূর্ণ ঢাকতে দেয় না। অশ্রুভরা চোখ ঢাকা দায় আবার খুলে রাখাও দায়। তখন তাকে দেখতে মেঘলা প্রভাতে শরতের স্থলকমলিনীর কথা স্মরণ হয়।[৮] প্রভাতাগমে স্থলপদ্ম বিকশিত হয়। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তাহলে কি স্থলপদ্ম বিকশিত হতে পারে? প্রিয়ার দুটি চোখের অবস্থাও তেমনি। ব্যথিত হৃদয় সে চোখদুটোকে খুলেও রাখতে দেয় না। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ তার দৃষ্টি এখনও বাতায়ন পথে প্রবিষ্ট শীতল চন্দ্রকিরণের অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু তখনই দুঃখে ফিরে আসে। কারণ জোসনা উপভোগ্য রজনী কেবল প্রিয় সান্নিধ্যেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। প্রিয় বিচ্ছেদে তা শুধু তার বেদনাই দীর্ঘায়িত করে। যক্ষপ্রিয়ার অবস্থা আজ প্রিয় বিহনে বেদনাবিধুর দুঃখভারাক্রান্ত।

"পাদানিন্দোরমৃত শিশিরান জালমার্গ-প্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব কমলিণীং নপ্রবুদ্ধাং নসুপ্তাম্ ॥"[৯]

'বাতায়নপথে চাঁদের জোৎস্না ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে! পূর্বপ্রীতিহেতু সেইদিকে তাকিয়ে আবার তার ব্যথিত দৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গভীর দুঃখে জলভরা চোখ সে বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনা- তার দুই চোখ তখন না - বোজা, না খোলা। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলপদ্ম যেমন না ফোটা, না খোলা অবস্থায় থাকে এও ঠিক তেমনি।'

৬.৫ মেঘদূত কাব্যে যক্ষপ্রিয়ার বিরহক্লিষ্ট রূপ, অযত্নে শুষ্ক কেশরাশি ও অনিদ্রার করুণ চিত্রণ

পদ্মফুল খুব কোমল, তাতে প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শ আমি পাই-তার স্পর্শে আমি প্রিয়াকে অনুভব করি। চকিত হরিণীপ্রেক্ষণে প্রিয়ার পরিচিত চঞ্চল দৃষ্টি যেনো ফুটে ওঠে। আরো দেখি আকাশের চাঁদে ঠিক যেনো তোমারই মুখের লাবণ্য। ময়ূরের বিস্তারিত কলাপে যেন তোমারই একরাশ চুল ছড়িয়ে যায়। ছোট ছোট নদীর তরঙ্গমালায় যেন তোমার ভ্রূবিলাস, তোমার

কটাক্ষ-চঞ্চল ভ্রূর নৃত্য। কিন্তু এগুলোর মাঝে তোমার সৌন্দর্যের আংশিক সৌন্দর্য আমি লাভ করি। সমগ্ররূপের শোভা সে তো শুধু তোমাতেই রয়েছে। একাধারে সে সৌন্দর্য আর কোথাও নেই। কারণ যক্ষের প্রিয়া যে নিরুপমা। যক্ষপ্রিয়া স্নান ছেড়ে দেয়নি কিন্তু স্নানের পূর্বে নেই তেলের ব্যবহার, কাজেই কেশে আগের মতো মসৃনতা নেই। একরাশ কুন্তল রুক্ষতায় আরও দ্বিগুন হয়ে গেছে। দু'পাশ থেকে কর্ণদ্বয় পেরিয়ে গন্ডদ্বয়ের ওপর লম্বমান হয়ে পড়েছে কেশ। সর্বদা কান্নার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘশ্বাস অতিশয় উষ্ণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ ঘন নিঃশ্বাসে উড়ে যাচ্ছে রুক্ষ কেশপাশ। নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় তার নরম অধর পীড়িত হয়ে অতীব রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অনবরত অশ্রুধারা বর্ষণে বিনিদ্র রজনী কাটছে তার।[১০]

"নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্ ।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনমেৎ স্বপ্নজোহপীতিনিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥"[১১]

'ওষ্ঠ পল্লবে ক্লেশ দেয় এমন নিঃশ্বাস দ্বারা, তৈলবিহীন শুষ্কস্থানে রুক্ষ গণ্ড পর্যন্ত লম্বমান কেশকে নিশ্চয়ই বিক্ষিপ্ত করতে থাকবে এবং স্বপ্নে হলেও আমার সঙ্গে সম্ভোগ কিভাবে পাবে এই ভেবে অশ্রুপ্রবাহহেতু রুদ্ধপ্রসর দুর্লভ নিদ্রার আকাঙ্খা করছে-(এইরূপ তাকে দেখবে)'

৬.৬ মেঘদূত কাব্যে যক্ষপ্রিয়ার অলংকারবিমুখতা, অশ্রুসিক্ত জীবন ও একবেণী ধারণের মধ্য দিয়ে অটুট প্রেমের প্রকাশ

হে মেঘ, যখন তুমি অলকার প্রাসাদ চূড়ায় গিয়ে প্রিয়াকে দর্শন করবে তখন তুমি হয়তো আর প্রিয়াকে হাস্যোজ্জ্বল, অলংকারসজ্জিতারূপে দেখতে পাবে না। বিরহের দহন তার সুকোমল শরীরে গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে। প্রিয় প্রতীক্ষায় সে অলংকার ত্যাগ করেছে, কানে নেই কুন্তল, গলায় নেই হার, হাতে নেই কঙ্কন। প্রিয়বিয়োগের শোকে সে নিজেকে সজ্জিত করার প্রয়োজন ও অনুভব করে না। প্রিয়ার দু'নয়ন সর্বদা অশ্রুসজল। অনিদ্রার দীর্ঘ রজনী তার কাছে যেনো অনন্ত হয়ে উঠেছে। শয্যার এক কোনে শুয়ে সে কাতর হয়ে অতীতের প্রিয়সান্নিধ্যের সুখময় স্মৃতি স্মরণ করে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসের সুর আর তার দৃষ্টিতে রয়েছে প্রিয়র জন্য আকুল প্রতীক্ষার আর্তি। যেদিন বিরহদিবসের শুরু হয়েছে সেদিন থেকে সে কবরীর কুসুমমাল্য দূরে ফেলে দিয়ে একবেণী ধারণ করেছে। তার এ একবেণী যেনো শোকের প্রতীক। সে বেণী আর সৌন্দর্যের অলংকার নয় বরং এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সে আর সজ্জিতা হবে না। কুসুম কোমল ক্ষীণ শরীর, তার ওপর অসংস্কৃত কেশের ভার। অকর্তিত নখগুলো দিয়ে যখন সে চুল স্পর্শ করে তখন সেই কঠিন নখগুলো লেগে কেশমূলে বেশ ব্যাথার সৃষ্টি করে। যক্ষ এলে তবে সে কেশসংস্কার করবে প্রিয়ার সেই অপেক্ষা। ব্যাথা পেলেও তাকে গালের ওপর উড়ে আসা রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে কিছুটা স্বস্তির ব্যার্থ চেষ্টা করতে হচ্ছে তার।[১২]

"আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্ ।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥"[১৩]

'বিরহের প্রথম দিনটিতেই খোঁপার মালা ত্যাগ করে সে একবেণীবদ্ধ হয়েছিল, শাপের অন্তে বিগতদুঃখ আমি তার গ্রন্থি খুলে দেব এই আশায় এবং স্পর্শ করলে যা কেশমূলে ব্যথা দেয়, কঠিন ও বিষম সেই এক বেণী অকর্তিত নখযুক্ত হস্তদ্বারা কপোলদেশ হতে বারবার সরাতে তাকে দেখবে।'

যক্ষপ্রিয়া ছিলো রূপে অনন্যা, সে ছিলো অলকার শ্রেষ্ঠ শোভা। অলংকারে অচ্ছাদিতা, সৌন্দর্যে দীপ্ত আর লাবণ্যে পূর্ণ। রত্নখচিত অলংকারে তার দেহ ছিলো জাজ্বল্যমান। সে অলংকার সজ্জিতা থাকতো এতে তার সৌন্দর্য আরও বেড়ে যেতো। আজ সে চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা, সে আর সজ্জিতা নয়, অলংকারহীন, প্রসাধনহীন, অনাদৃতরূপে দিনের পর দিন গুণে চলেছে। এক সময় যে দেহে অলংকার সুন্দর স্থির হয়ে থাকতো, আজ সে দেহ এতটাই ক্ষীণ ও দুর্বল যে অলংকার সেখানে আর স্থির থাকে না; অলংকার খসে পড়ে। মনে হয় শীর্ণ দেহের সাথে সাথে অলংকারেরও প্রাণশক্তি লুপ্ত হয়েছে। এখন সে বিরহে কৃশকায়, সেই কৃশ অঙ্গে কোনও অলঙ্কার নেই, সজ্জা নেই। যক্ষ নেই তাই দীর্ঘ অবসর তার। সে অবসরে হয়তোবা দেহলীতে রাখা পুষ্প একটি একটি করে মাটিতে সাজিয়ে বিরহের দিন থেকে আরম্ভ করে শেষ কয়টি মাস গুণছে।[১৪] যক্ষপ্রিয়ার ক্ষীণ দুর্বল দেহটি কোনোমতে শয্যায় এলিয়ে রেখেছে। মাঝেমাঝে স্মৃতিরা এসে তার হৃদয়কে অলোড়িত করে। প্রিয়তমের স্নেহস্পর্শ, মধুর হাসি আর মিলনের সোনালী দিনগুলো মনে করে সে। সেই স্মৃতি আবার তাকে অশ্রুসিক্ত করে। হে মেঘ, প্রিয়ার এই করুণ,শীর্ণ, বিরহদগ্ধ রূপ দর্শনে তোমার অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হবে। হয়তো তোমার বর্ষণই হবে তার দুঃখের শান্ত্বনা, তোমার শীতল স্পর্শই হবে তার ক্লান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি।

"সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥"[১৫]

'দুর্বলদেহা আমার সেই প্রিয়তমা অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে ফেলেছে। বড় দুঃখে বারবার সে তার কোমল দেহখানি শয্যার কোলে রেখে কোনোরকমে ধারণ করে রেখেছে। তার দুঃখ অবশ্যই তোমাকে নবজলময় অশ্রু মোচন করাবে। যাদের অন্তরাত্মাটি নরম তারা প্রায় সকলেই করুণাশীল হয়ে থাকে।'

৬.৭ মেঘদূত কাব্যে যক্ষপ্রিয়ার বিনিদ্র চোখের সৌন্দর্য, স্বাভাবিক লাবণ্যহানি ও প্রিয়তমের আগমনে পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা

মেঘের উপস্থিতিতে প্রিয়ার দৃষ্টি ফিরবে তার চোখের পাতা একটু নড়ে উঠবে। তার দু'চোখ পদ্মসদৃশ সে চোখ নড়ে উঠলে মনে হবে জলের মধ্যে মাছ নড়ে উঠছে। মীন বিচরণে তরল জলের মাঝে মৃদু তরঙ্গে পদ্ম যেমন কেঁপে ওঠে। প্রিয়ার দু'চোখও তোমার উপস্থিতি টের পেলে তেমনি কেঁপে উঠবে। পদ্মসদৃশ সে চোখে পূর্বের সেই সৌন্দর্য। চোখের অঞ্জন চোখের যে সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে; তার নাম স্নিগ্ধতা। চোখের চঞ্চল কটাক্ষ আনে বিলাশ সৌন্দর্য, আর মদিরার কারণে জন্মায় চোখের এক অলস সৌন্দর্য। যক্ষপ্রিয়ার আজ আর সেসব সৌন্দর্য নেই। আর সে কাজল পরেনা। প্রসাধনহীন চোখে নেই আর সেই স্নিগ্ধতা, মদিরায় নেশাও নেই, নেই অলস সেই সৌন্দর্য; ধনুর ন্যায় ভ্রু আর বাঁকা হয় না যক্ষপ্রিয়ার।[১৬]

"রূদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥"[১৭]

'চূর্ণ কুন্তলে যে নয়নের অপাঙ্গদেশের কাজকে (কটাক্ষপাতকে) নিরুদ্ধ করেছে, যে নয়ন কাজলের স্নিগ্ধতাশূন্য এবং মদিরা পরিত্যাগ করায় যে নয়ন ভ্রুবিলাস ভুলে গেছে আর তুমি উপস্থিত হলে যে নয়নের উপরিভাগ স্পন্দিত হবে, হরিণনয়না প্রিয়তমার সেই স্পন্দিত বাম নয়ন, শোভা দ্বারা মৎস্যের সঞ্চলনবশত চঞ্চল নীল পদ্মের তুলনা প্রাপ্ত হবে- এ আমি মনে করি।'

যক্ষপ্রিয়ার প্রতিটি দিন কাটে প্রতীক্ষা আর দীর্ঘশ্বাসে। প্রভাতে যখন নতুন দিনের সূচনা হয় তখন তার মনে হয় আজি বুঝি তার প্রিয়তম ফিরে আসবে। কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান আলোয় সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে আরও একটা দিন তার প্রিয়বিহীন কেটে গেলো। তবু সে তার আশা ছাড়েনা। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মূহূর্ত তার কাছে প্রিয়র প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে। বর্ষার মেঘ যখন আকাশে ভেসে ওঠে তখন তার হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়। সে ভাবে এই মেঘ হয়তো তার প্রিয়তমের বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে। প্রকৃতির পরিবর্তন তার মনে আশার সঞ্চার করে। আকাশের কালো মেঘ, বৃষ্টির ফোটা সবকিছুর মধ্যেই সে তার প্রিয়তমের উপস্থিতি অনুভব করে। তার ভালোবাসা এতটাই গভীর যে দূরত্বও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥[১৮]

'তোমার সহচর দূরে রয়েছে এবং প্রতিকূল বিধি তার আগমনের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে সুতরাং সে কৃশ অত্যন্ত সন্তপ্ত অশ্রুসিক্ত উৎকণ্ঠিত এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগী নিজের দেহ দ্বারা, বিরহবশত কৃশ সন্তপ্ত, অশ্রুজলসিক্ত অবিরত উৎকণ্ঠায় পূর্ণ এবং উষ্ণনিঃশ্বাসময় তোমার দেহে মনে মনে মিলিত হচ্ছে।'

প্রতিদিন আশাহত হয় কিন্তু সে ভেঙ্গে পড়েনা। সে জানে তার প্রিয়ও তাকে একইভাবে স্মরণ করছে। এই বিশ্বাসই তার বেঁচে থাকার শক্তি। বিরহ তার দেহকে শীর্ণ করতে পারলেও মনকে ভেঙ্গে দিতে পারেনি। ভালোবাসার বিশ্বাস তাকে আরো দৃঢ় করেছে। তার প্রতীক্ষা নিছক অপেক্ষা নয়, সেটা এক গভীর আস্থা, এক অবিচল বিশ্বাসের প্রকাশ।

৬.৮ অবশেষে মেঘদূত কাব্যে প্রেম, বিরহ ও প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়ে মহাকবির কাব্যপ্রতিভার অনন্য প্রকাশ

কবি কালিদাস প্রকৃতির সঙ্গে যক্ষের জীবনের বিয়োগান্তক ঘটনা ও ভাবপ্রকাশ করে তা মুক্ত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সাধারণ প্রকৃতিকে অসাধারণ করে দেখা কালিদাসের কবি হৃদয়ের এক সহজাত ধর্ম। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে তিনি অদ্ভূত সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। যক্ষপ্রিয়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য তিনি প্রকৃতির সাথে চমৎকার কৌশলে বর্ণনা

করেছেন। যক্ষের বিরহ যেনো সকল বিরহি চিত্তের প্রতিচ্ছবি। যক্ষপ্রিয়ার এ আশা, প্রতীক্ষা কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়; এ যেনো চিরন্তন প্রেমের প্রতীক। বিচ্ছেদ যতই দীর্ঘ হোক সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো ম্লান হয়না- এ বার্তায় তার চরিত্রে প্রতিফলিত। যক্ষপ্রিয়ার জীবনে সবথেকে বড় বিষয় ছিলো তার অটুট বিশ্বাস এবং অন্তহীন প্রতীক্ষা, যা তাকে কঠিন, দিনগুলোতেও জীবন্ত ও দৃঢ় করে রেখেছিলো। অন্যদিকে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার মাত্রাজ্ঞান পরিমিত, বর্ণনা কৌশলে যক্ষপ্রিয়া হয়ে উঠেছেন অতুলনীয়া, অপরূপা। বিরহি ব্যথিত রমণীর বর্ণনা যে এতটা হৃদয়াগ্রাহী মনোহর হতে পারে তা *মেঘদূত* কাব্য পাঠ করলে বোধগম্য হয়। যক্ষপ্রিয়ার ব্যথিত রূপ বর্ণনার মাধ্যমে কবি যেভাবে তাকে পাঠকসম্মুখে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন তাতে মহাকবি কালিদাস অদ্বিতীয় এবং অনুপম।

তথ্যনির্দেশ

১ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ২৮, কানাই লাল রায় সম্পা., (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৮০।

২ *তদেব*,উত্তরমেঘ ২১, পৃ. ১৬৯।

৩ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, (সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ৪র্থ-১৩৮৯) পৃ. ১৯০।

৪ "তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্ ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥" কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ২২, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

৫ *তদেব*, উত্তরমেঘ ২৫,পৃ. ১৭৬।

৬ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

৭ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ২৩, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

৮ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।

৯ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ২৯, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।

১০ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭।

১১ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ৩০, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।

১২ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০।

১৩ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ৩১, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫।

১৪ "শেষান্ মাসান বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥" কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ২৬, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

১৫ *তদেব*, উত্তরমেঘ ৩২, পৃ.১৮৬।

১৬ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, *মেঘদূত পরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

১৭ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ ৩৪, কানাই লাল রায় সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

১৮ *তদেব*, উত্তরমেঘ ৪১, পৃ. ২০০।